বার্ষিক প্রতিবেদন

প্রকল্পের নাম: বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন (চঝউ)

প্রতিবেদন কাল: "জানুয়ারী ২০১২ হইতে ডিসেম্বর' ২০১২

সহযোগিতায়

বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন (বিএফএফ)

বাস্তবায়নে

উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) নীলফামারী

প্রকল্প বাস্তবায়নকাল

“জানুয়ারী ২০১২ হইতে ডিসেম্বর” ২০১৪

প্রতিবেদন প্রণয়ন

মোঃ আব্দুল কুদ্দুস সরকার

প্রকল্প সমন্বয়কারী (পিএসই)

ইউএসএস, নীলফামারী

মোবাইল : ০১৭১৮৯৯২৯৭৪

ইমেইল :**kuddus.uss@gmail.com**

সূচীপত্র

১ম অধ্যায়

- ভূমিকা
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য
- প্রকল্পের মূল লক্ষ্য
- প্রকল্পের কর্ম এলাকা
- মোট অধিকারভোগী ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা
- প্রকল্পের কর্মী
- প্রকল্পের বাজেট

দ্বিতীয় অধ্যায়

- কর্ম-পরিকল্পনার আলোকে কার্যক্রম প্রতিবেদন
- কর্মসূচীর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

তৃতীয় অধ্যায়

- প্রধান শিক্ষকের মতামত
- বিজ্ঞান শিক্ষকের মতামত
- অভিভাবকের মতামত
- প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা
- প্রকল্পের দূর্বল দিকসমূহ

- প্রকল্পের সবল দিকসমূহ
- প্রকল্পের বাঁধা
- প্রকল্পের অর্জন
- প্রকল্পের সুপারিশমালা
- কেস ষ্টাডি
- পেপার কাটিং

প্রথম অধ্যায়

ভুমিকা ঃ উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) একটি বেসরকারী সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা। ১৯৯৭ সালে নীলফামারী সদর উপজেলায় প্রথম কাজ শুরু করে। মানব সম্পদ উন্নয়নে গণগবেষণা (চধৎঃরপরঢ়ধঃড়ৎু অপঃরড়হ জবংবধৎপয) প্রধান পদ্ধতি হিসেবে ইউএসএস গ্রহণ করেছে। ইউএসএস এর স্বপ্ন দারিদ্র ও বৈবষম্যহীন এমন একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা যেখানে প্রতিটি মানুষ স্বাধীন, দৃঢ়চেতা, আতœনির্ভরশীল, গণতান্ত্রিক আচারণ ও মুল্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে দেশ ও সমাজের প্রয়োজনে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারবেন এবং জাতি উন্নয়নে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করবেন। স্বপ্ন বাস্তবায়নে ইউএসএস কর্ম এলাকার সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে তাদের দারিদ্র, বঞ্চনার কারণ ও কারণের পিছনের কারণগুলো ধারাবাহিকভাবে উদঘাটনে সহযোগিতা করে, যেন তারা মূল কারণ চিহ্নিত করে নিজেরাই সমস্যাসমূহ দুরীকরণে পদক্ষেপ নিতে পারে এবং ব্যাক্তিক ও সামষ্টিক উন্নয়নে একযোগে কাজ করে। মূলতঃ মানুষের মানবিক বিকাশ (জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা) কে প্রাধান্য দিয়ে সকল কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রতিটা মানুষের মানবিক বিকাশের বিষয়টি শুরু হয় বিভিন্ন তথ্য থেকে। সেজন্যই সকল মানুষের জন্য বিকাশ ও অধিকারকে ইউএসএস অত্যান্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান যুগে বিজ্ঞান তথা তথ্য ও কারিগরি প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি হিসেবে দেশকে গড়ে তুলতে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । আমাদের দেশে সাধারণভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার ভিত্তি গড়ে ওঠে মাধ্যমিক পর্যায়ে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, নানাবিধ কারণে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবনতা কমে যাচ্ছে। এর কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ল্যাবরেটরির অপ্রতুলতাসহ বিজ্ঞান ক্লাসে ব্যবহারিক উপকরণের অভাব। এ অবস্থা বিবেচনা করে মাধ্যমিক পর্যায় থেকে ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) নীলফাামরী সদর উপজেলায় ০৮ টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় ১৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১টি মাদ্রাসায় বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন (বিএফএফ) এর আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতার মাধ্যমে ‘মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা জনপ্রিয়করণ’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে জানুয়ারী’ ২০১২ হতে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানের উপর অভিজ্ঞতা, গুণগত মনোযোগের মিথস্ক্রিয়ার বৃদ্ধি এবং প্রসার ঘটানো।

- বিজ্ঞান ক্লাবে ছাত্র/ছাত্রীদের নেতৃত্ব দেওয়া, যাতে বিজ্ঞানের উপর আলোচনা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রসার ঘটানো যায়।
- শিক্ষকদের পথ নির্দেশনায় সহযোগী সংগঠনের সহায়তায় ক্লাবের কার্যক্রমের উপর নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনায় ছাত্র/ছাত্রীর নিজেদের সাহস বাড়বে।
- স্থানীয় বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সর্বোগুণে উন্নত করা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- পদার্থ,রসায়ন, জীব বিষয়ে ছাত্র/ছাত্রীদের দীর্ঘস্থায়ী আগ্রহ লালন এবং দৃঢ় সংকল্পিত প্রেরণা দেয়া।
- ছাত্র/ছাত্রীদের ব্যবহারিক দক্ষতা, আত্ববিশ্বাসী এবং চিন্তা দক্ষতায় উন্নত করা।
- বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সহযোগিতার উন্নতি ঘটানো এবং অতিরিক্ত পাঠ্যক্রম কার্যক্রমের নির্দেশনা প্রবর্তন করা ।
- অনুভবী অঞ্চল এবং জাতীয় স্তরে পরিচিতি, সংবাদ মাধ্যম এবং নাগরিক সমাজে সম্পূর্ণ সপক্ষতা সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য:

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলা ও বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রমের প্রসার ঘটানো।

প্রকল্পের কর্ম এলাকা ঃ

নীলফামারী সদর উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন এবং ১টি পৌরসভায় মোট ১৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১টি দাখিল মাদ্রাসা।

ইউনিয়ন ও পৌরসভার নাম ঃ

লক্ষীচাপ , পলাশবাড়ী, টুপামারী, রামনগর, ইটাখোলা, কুন্দুপুকুর, পঞ্চপুকুর, চড়াইখোলা ও নীলফামারী পৌরসভা।

প্রকল্পের আওতায় থাকা বিদ্যালয়গুলোর নাম ঃ

১। ককই বড়গাছা পিসি উচ্চ বিদ্যালয় ২। লক্ষীচাপ কাছারী উচ্চ বিদ্যালয় ৩। কচুয়া চৌরঙ্গী সেবা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪। দুবাছুরী দ্বি-মুখী দাখিল মাদ্রাসা ৫। রামগঞ্জ দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয় ৬। টুপামারী দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয় ৭। চাঁদের হাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ৮। বিশমুরী চাঁদের হাট উচ্চ বিদ্যালয় ৯। রামনগর উচ্চ বিদ্যালয় ১০। চড়চড়াবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় ১১। পলাশবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ১২। পলাশবাড়ী পরশমনি উচ্চ বিদ্যালয় ১৩। তরনীবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় ১৪। কানিয়ালখাতা দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয় ১৫। ছাড়ারপাড় উচ্চ বিদ্যালয় ১৬। ইটাখোলা কালীতলা উচ্চ বিদ্যালয় ১৭। ফুলতলা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ১৮। নগর দারোয়ানী উচ্চ বিদ্যালয় ১৯। পঞ্চপুকুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ২০। নীলফামারী নতুন দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়

মোট অধিকারভোগী ছাত্র/ছাত্রী

বালক	বালিকা	মোট
৪৭৬	৬৬৪	১১৪০

- কর্মীর সংখ্যা :
- প্রকল্প সমন্বয়কারী : ০১ জন
- সহকারী প্রকল্প সমন্বয়কারী : ০৩ জন
- প্রকল্পের মোট বাজেট: ২৩,০৬,২৪৫/=(তেইশ লক্ষ ছয় হাজার দুই শত পয়তাল্লিশ) টাকা মাত্র (০১ জানুয়ারী ২০১২ হইতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত)
- প্রকল্পের অর্থ বছরের বাজেট: ৮,২০,৫০০/= (আট লক্ষ বিশ হাজার পাঁচশত) টাকা মাত্র (০১ জুন ২০১২ হইতে ৩০ জুন ২০১৩ পর্যন্ত)

দ্বিতীয় অধ্যায়

০১ জুন ২০১২ হইতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত কর্মপরিকল্পনার আলোকে কার্যক্রম এর প্রতিবেদন

ক্রমিক	কাজের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	প্রকল্প এলাকা জরিপ	২০ টি	২০টি	
০২	বিদ্যালয় নির্বাচন	২০ টি	২০ টি	
০২	কর্মী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	০১ টি	০১ টি	
০৩	প্রকল্প পরিচিতি সভা	০১ টি	০১টি	
০৪	বিদ্যালয়ভিত্তিক বিজ্ঞান ক্লাব গঠন	২০টি	২০টি	
০৫	বিজ্ঞান সদস্যদের নিয়ে বিজ্ঞান ক্লাব সভা	২৪০ টি	২৪০ টি	
০৬	বিজ্ঞান উপকরণ ক্রয় (কিট বক্স)	৮২ টি	৮২ টি	
০৭	বিজ্ঞান উপকরণ (কিট বক্স) বিতরণ	৪০ টি	৪০ টি	
০৮	বিজ্ঞান উপকরণে কর্মী প্রশিক্ষণ (কিট বক্স)	০১ টি	০১ টি	
০৯	বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ	২০ টি	২০ টি	
১০	বিদ্যালয় ভিত্তিক বিজ্ঞান মেলা	৮৪ টি	৮৪ টি	
১১	শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সভা	৯০ টি	৯০ টি	
১২	বিজ্ঞান ক্লাবের নির্বাহী সদস্যদের নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৭ টি	১৭ টি	
১৩	আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা	০১ টি	০১টি	

১৪	২০ টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সমন্বয় সভা	০১ টি	০১টি
১৫	জেলা পর্যায়ে বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ	-	০১ টি
১৬	জেলা পর্যায়ে বির্তক প্রতিয়োগিতা	-	০১ টি
১৭	বিদ্যালয় ভিত্তিক রচনা প্রতিযোগিতা	-	০৩টি
১৮	বিদ্যালয় ভিত্তিক বির্তক প্রতিয়োগিতা	-	০৩ টি
১৯	বিদ্যালয় ভিত্তিক দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ	-	০২ টি
২০	বিজ্ঞান ক্লাবের সাইনবোর্ড তৈরী	-	১২ টি
২১	বিজ্ঞান ক্লাবের উদ্যোগে পহেলা বৈশাখ উৎযাপন	-	১০ টি
২২	বিজ্ঞান ক্লাবের বাৎসরিক প্লান তৈরী	-	১৪ টি
২৩	বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিজ্ঞান ক্লাবের অংশগ্রহণ	-	০২টি
২৪	বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যদের বাল্য বিবাহ রোধে নাটক উপস্থাপন	-	০২ টি

কর্মসূচীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

প্রকল্প পরিচিতি সভা

বিজ্ঞান মনষ্ক না হলে পরিবর্তন আশা করা যায় না । বিজ্ঞান আমাদের সাথে মিশে থাকলেও আমরা তা ব্যবহার করতে পারছি না। তথ্য প্রযুক্তির চরম উন্নতির এ সময়ে বিজ্ঞান ছাড়া উন্নয়ন করা যায় না। এজন্য বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার বিকল্প নেই। প্রকল্প পরিচিতি সভা নীলফামারী ডায়াবেটিক হাসপাতালের হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ২০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, প্রধান শিক্ষক ও বিএসসি শিক্ষক, গণমাধ্যম কর্মী, উন্নয়ন কর্মী, সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের ব্যক্তিবর্গ। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দেশবরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও নীলফামারী-২ আসনের সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নূর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জনাব নুরুল আমিন ও বিএমএ, নীলফামারীর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মজিবুল হাসান চৌধুরী শাহীন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউএসএস নির্বাহী পরিচালক জনাব আলাউদ্দিন আলী । অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রকল্প সমন্বয়কারী আব্দুল কুদ্দুস সরকার প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন ও প্রথম আলো পত্রিকার “বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন’ ’ বিষয়ে লেখার কাটিং সরবরাহ করে উপস্থিত সকলকে পড়ার জন্য অনুরোধ জানান। পরিচয় পর্বের পরই স্বাগত বক্তব্য দেন আলাউদ্দিন আলী,

নির্বাহী পরিচালক, ইউএসএস, নীলফামারী। তিনি বলেন, তথ্যে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি মানুষই কম বেশি বিজ্ঞান এর সাথে জড়িত আছে। কিন্তু তা চর্চা করার সুযোগ পায় না। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে যাতে সুযোগ দেওয়া যায় সেজন্য আমরা বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন এর সহায়তায় নীলফামারী সদর উপজেলায় ৮ টি ইউনিয়ন ও নীলফামারী পৌরসভায় মোট ২০ টি বিদ্যালয়ে এই বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছি। এ কর্মসূচী বিজ্ঞানী তৈরী ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সহায়ক হবে আশা করা যায়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব আসাদুজ্জামান নূর বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে তথ্যমূলক বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, এ উদ্যোগটি খুবই ভাল এবং গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয় সমাজ তথা দেশের উন্নয়নের জন্যই প্রকল্প বাস্তবায়নে সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিগণ বক্তব্য রাখেন। বিজ্ঞান শিক্ষক মোঃ ছাইদুল ইসলাম বলেন, বিজ্ঞান শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার কারণ এ বিষয়ে অভিভাবকের কম গুরুত্ব। বিটিবি সাংবাদিক নুরুল ইসলাম বলেন, আমরা লেখাপড়া করছি। কিন্তু কেন যেন পিছিয়ে পড়ছি। আমরা যখন পড়েছি তখন স্যারেরা হাতে কলমে শিখিয়েছেন। অনেক বিজ্ঞান শিক্ষক আছেন কিন্তু বিজ্ঞানাগার নেই। যার কারণে আমরা পিছিয়ে পড়েছি। আজকে আমাদের আন্তরিকতার সাথে এটাকে গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তিতে যাতে প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করার আহবান জানান। নাইমুর রহমান সভাপতি চাঁদের হাট উচ্চ বিদ্যালয় বলেন- যুগটাই বিজ্ঞানের যুগ, প্রতিটি পদক্ষেপেই বিজ্ঞান। চলা ফেরা চিকিৎসায় সব জায়গায় বিজ্ঞানের উন্নয়নে সহজ হচ্ছে। শুধু সেমিনারে নয়, রাষ্ট্রগতভাবে, ব্যক্তিগতভাবে পরিবেশগতভাবে পরিবর্তন ঘটাতে হবে। অনেক কষ্ট করেও একটা ছাত্র এস.এস.সি পাশ করার পর আর বিজ্ঞান পড়তে পারে না। আর যারা পড়েও তদের জন্য কম্পিউটার লাগে অনেক যন্ত্রপাতি লাগে। এগুলি আমরা যারা মধ্যবিত্ত নি¤œ আয়ের লোক তারা দিতে পারি না। তার পরেও আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, আমি চাই বিজ্ঞানের উন্নতি হউক। যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলি যে ভাবেই করা সম্ভব হয় সেগুলি সেভাবেই করতে হবে। রামগঞ্জ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক মোজাহারুল হক বলেন- দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বৈষম্য/ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আমাদের দেশের আলাদা কোন ব্যবস্থা নেই। আমি মনে করি যদি সরকারী পর্যায় থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। যারা শিক্ষা প্রশাসনে আছেন যারা বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে জড়িত কীভাবে ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ বৃদ্ধি করা যায় সেই দিকে লক্ষ্য করে সহযোগিতা করবেন। বিদ্যালয়ের এস.এম সি সভাপতিগণকে এই শিক্ষার উপর ভুমিকা রাখতে হবে। সিলেবাসের চাপের কারনে মাধ্যমিক স্তরে পাশ করার পর আর বিজ্ঞান পড়ে না। বিজ্ঞান শিক্ষার ঘাটতির কারণে আমরা পিছিয়ে পড়ব, পর নির্ভরশীল হয়ে পড়ব। এটা মেনে নেওয়া যায় না। তাই আমাদের আরো সচেতন হতে হবে। পলাশবাড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, উত্তম কুমার রায় বলেন- যে বাংলাদেশ সরকার দেশকে ডিজিটাল করার ঘোষনা দিয়েছেন, আজকে বিএফএফ ও ইউএসএস উদ্যোগ নিয়েছে তাই আমরাও একত্রে ঘোষনা দিচ্ছি বিজ্ঞান শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পরিশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি সকল অংশগ্রহণকারী ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

বিজ্ঞান ক্লাব গঠন ও মিটিং

নীলফামারী সদর উপজেলায় নির্বাচিত ২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের নিয়মিত কর্মকান্ডের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত বিজ্ঞান চর্চার জন্য ৫২সদস্যবিশিষ্ট ক্লাব প্রতিটি বিদ্যালয়ে গঠন করা হয়। বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এ ক্লাবের সদস্য হিসেবে নিজেরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করবে, আলোচনা করবে, অন্যদেরকে বিজ্ঞান বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবে এবং নিজেরাই নিজেদের মতো করে বিভিন্ন নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরী করবে বা বিজ্ঞানের কোন তত্ব বা সুত্র নিজেদের তৈরী করা জিনিসপত্রের মাধ্যমে অন্যদের কাছে তা প্রমাণ করবে এবং ক্ষুদে বিজ্ঞানী হিসেবে প্রকাশ ঘটাবে। উক্ত ২০ টি বিদ্যালয়ের ২০ টি বিজ্ঞান ক্লাবে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নিয়ে ৬/৭ সদস্য বিশিষ্ট ১টি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে থেকে ১১ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটাতে বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করার জন্য গত ১ জানুয়ারী ২০১২ হইতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ পযর্ন্ত ২০টি বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যগণ নিয়মিত মিটিং করে। এ ক্লাবের সভাপতিগণ প্রচার সম্পাদকের মাধ্যমে ক্লাবের অন্যান্য সদস্যদের টিফিন সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হওয়ার বার্তা পৌঁছে দেয়। টিফিন সময়ে বা কখনও কখনও বৃহঃস্পতিবার ছুটির পর ক্লাবের সদস্যরা একত্রিত হয়ে মিটিং করে। মিটিং-এর আলোচ্য সূচীতে থাকে (১) বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যদের ভূমিকা কি (২) কিভাবে স্ব-নির্ভর বিজ্ঞানে বাংলাদেশকে এগিয়ে আনা সম্ভব (৩) দেশকে বিজ্ঞানে স্ব-নির্ভর করতে বিজ্ঞানকে কিভাবে জনপ্রিয় করা যায় (৪) বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের চর্চা বাড়ানো (৫) ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান মেলার মাধ্যমে প্রকাশ ঘটানো (৬) বিজ্ঞানের ইস্যুভিত্তিক আলোচনা করা (৭) বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্র/ছাত্রী বৃদ্ধিতে উৎসাহী করা (৮) বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা। প্রত্যেক ক্লাব মিটিং-এ সদস্যরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার পর আলোচ্য বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অধিকাংশ ক্লাবের মিটিং-এর সিদ্ধান্ত ছিলো- বিজ্ঞান জনপ্রিয়করনে প্রকল্প কর্তৃক প্রদানকৃত কিট বক্সের সঠিক ব্যবহার, কিট নিয়ে গবেষণা ও গবেষণার পর বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চতকরণ, প্রকল্প কর্তৃক প্রদানকৃত সকল সুবিধা ভোগ করা ও তা বাস্তবে রূপ দেওয়া ইত্যাদি। বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যরা উজ্জীবিত। তারা বিজ্ঞান বিষয়ে ক্রমেই উদ্যোগী হয়ে উঠছে। সকলে একমত যে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন কিছু শেখা যাবে, বিজ্ঞানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বোঝা যাবে এবং বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষায়ে ব্যবহারিক ক্লাস বৃদ্ধি পাবে।

বিজ্ঞান ক্লাবের ২৫০ জন শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ

বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্পের অধিকারভোগী শিক্ষার্থীর নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক এর প্রজেক্ট কি? কিভাবে প্রজেক্ট তৈরী করতে হয়? সে বিষয়ের উপর বিদ্যালয়ের বিএসসি শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক এর সাথে আলোচনা করে বিজ্ঞান ক্লাবের ১১ হইতে ১৩ জন সদস্য নিয়ে ১ দিনের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ করা হয়। বিএসসি শিক্ষক ও প্রকল্পের পিসি ও এপিসিদের সমন্বয়ে এ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ২০টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৪ টি প্রজেক্ট নিয়ে ২০টি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান ক্লাবের কার্যকরী কমিটির ১১/১৩ জন করে মোট ২৫০ জন

শিক্ষার্থী (ছেলে ১১২ মেয়ে ১৩৮ জন অংশ নেয়) । প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক প্রশিক্ষণে সহযোগিতা করেছেন । ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে ক্লাবের সদস্যরা মনোযোগের সহিত অংশ নেয় এবং তাদেরকে ডেমো-কিট ও কিট বক্সের প্রতিটি কিট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয় এবং যে কিটগুলো তাদের পাঠ্যসূচীর সাথে সম্পৃক্ত সেগুলো সম্পর্কে যতœ সহকারে ব্যবহার ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের নিকট হতে যন্ত্রগুলো সম্পর্কে ফলাবর্তন করা হয় এবং মুল্যায়ন করা হয়। মুল্যায়নে অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী সাফল্যে প্রদর্শন করতে পেরেছে। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের পর তারা এই প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভালভাবে বুঝতে পারে। বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যায়। তারা বলে, আমাদের পাঠ্য বইয়ের তত্ত্বগুলো ডেমো-কিট ও কিটবক্স দিয়ে আংশিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব, আমরা এই কিট গুলো নিজেইরাই তৈরী করবো এবং এগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করবো। তারা নতুন নতুন প্রকল্প তৈরীতে উৎসাহ বোধ করে এবং ক্লাবের তৈরীকৃত নতুন প্রকল্প বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান মেলায় উপস্থাপন করবে বলে সকলেই আশা ব্যক্ত করেন।

বিদ্যালয় ভিত্তিক বিজ্ঞান মেলা

আমাদের দেশে সাধারণ ভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার ভিত্তি গড়ে ওঠে মাধ্যমিক পর্যায়ে । কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, নানাবিধ কারণে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবণতা কমে যাচ্ছে । এর কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে ল্যাবরেটরির অপ্রতুলতাসহ বিজ্ঞান ব্যবহারিক উপকরণের অভাব এ অবস্থা বিবেচনা করে মাধ্যমিক পর্যায় থেকে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে ২০টি বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় ভিত্তিক ৮৪ টি বিজ্ঞান মেলা করা হয়। বিজ্ঞান মেলা একজন শিক্ষার্থীর জন্য নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ । এমন সুযোগ খুব কমই আসে যেখানে একজন শিক্ষার্থী তার নিজের আবিষ্কৃত প্রজেক্টগুলোর মাধ্যমে নিজের মেধা ও সৃজনশীলতা অন্যদের সামনে তুলে ধরতে পারে। শিক্ষক, অভিভাবক ও সমাজের অন্যান্য ব্যাক্তিরাও সুযোগ পায় তাদের সন্তানদের সৃজনশীল আবিষ্কার ও মেধার সাথে পরিচিত হওয়ার । বিদ্যালয়ের ব্যাস্থাপনা কমিটির সদস্যরা ও জনপ্রতিনিধি উক্ত বিজ্ঞান মেলায় উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞান মেলাগুলোর সফলতা বাড়িয়ে তোলেন। তারা বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্মকে এগিয়ে নেওয়ার আহবান জানান। ২০টি বিদ্যালয়ে সাফল্যের সাথে মেলার আয়োজন হয়েছে। ইটাখোলা কালীতলা উচ্চ বিদ্যালয় ও নীলফামারী নতুন দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যালয় বিজ্ঞান মেলার জন্য স্কুল মাঠের মধ্যে মঞ্চ তৈরী করে। স্কুলের বারান্দায় স্টল দিয়ে বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যরা স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে ১৪ টি প্রজেক্ট এর কার্যক্রম তুলে ধরে। শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রজেক্ট কার্যক্রম উপস্থাপন করে।

এ মেলাগুলো জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ পরিদর্শন করেন। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন নীলফামারী সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবু সাহিদ মাহমুদ, ইউপি চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সুধীজন। প্রত্যেকটি মেলায় আলোচনা অনুষ্ঠান হয়েছে। আলোচনায় অতিথিসহ শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেছে। অনুষ্ঠানগুলোতে সভাপত্বি করেন বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি। শিক্ষার্থীরা আলোচনার সুযোগ পেয়েছে। তাদের বক্তব্যের মধ্যে ছিল- ‘কখনো আমাদের বিদ্যালয় পর্যায়ে এরকম বিজ্ঞান মেলা হয়নি। আমরা বিজ্ঞান মেলা দেখতে পেয়ে অনেক কিছু শিখছি। এজন্য আমরা খুবেই আনন্দ অনুভব করছি। বিএসসি শিক্ষকগণ আশা ব্যক্ত করেন, এভাবে যদি প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান মেলা করা হয় তাহলে অতি দ্রুত বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা, বিজ্ঞান চর্চা বেড়ে যাবে তার পাশাপাশি আধুনিক যুগে বাংলাদেশ বিজ্ঞান শিক্ষায় বিশেষ অবদান

রাখবে এবং যেন ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়, সেদিকে উন্নয়ন সহযোগী সংগঠন ইউএসএস ও বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনকে আহবান জানান।

বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যদের নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসুচীর মধ্যে নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ রয়েছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ৪০৮জন বিজ্ঞান ক্লাবের ব্যাস্থাপনা কমিটির সদস্যদের ১৭ টি গ্রুপে ভাগ করে নিয়ে সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত ২ দিন ব্যাপি নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করেন প্রকল্প সমন্ময়কারী ও সহকারী সমন্বয়কারীগণ। যে সব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তাহা হলো নেতা ও নেতৃত্ব , সামাজিক উন্নয়নে নেতার ভূমিকা কি, নারী নেতৃত্বের বাধাঁ ও উত্তরনের উপায় সমুহ, সংগঠন, উন্নয়ন, সভা আয়োজন, পরিচালনা, সিন্ধান্ত গ্রহণ, যোগাযোগ ও সংযোগের মাধমে সেবা গ্রহণ, ভবিষ্যতে জেন্ডার সমতা আনায়নে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা কতটুকু থাকবে, বিজ্ঞান ক্লাবের কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করা ইত্যাদি। প্রশিক্ষণের পর বিজ্ঞান ক্লাবের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে ও বিজ্ঞান ক্লাবের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরী করে। বিদ্যালয়ে ক্লাবের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রজেক্ট তৈরী করে তারা নেতৃত্ব দিতে পারবে বলে আশা ব্যাক্ত করে। তারা বিজ্ঞান ক্লাবের নেতৃত্বের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নের নেতৃত্বের অবদান রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আমাদের দেশে প্রায় ১৬ কোটি জনগোষ্ঠী বসবাস করে। আর এই ১৬ কোটি জনগোষ্ঠীর অর্ধেকই নারী। এই অর্ধেক নারীকে বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই প্রশিক্ষণে নারী নেতৃত্বের গুরুত্ব জোর দিয়ে আলোচনা করা হয়। পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে উন্নয়ন করতে হলে নারীদের অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিদ্যালয়ভিত্তিক অভিভাবক সভা

মোট ২০টি বিদ্যালয়ে পর্যায়ক্রমে ৯০ টি অভিভাবক সভা করা হয়। উক্ত অভিভাবক সভায় বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। অভিভাবকগণ প্রথম দিকে ক্লাবকে ভাল নজরে দেখেননি এবং তাদের সন্তান এই ক্লাবের সদস্য হবে না বলে জানিয়েছিল। কারণ হিসাবে জানা যায় আমাদের দেশে সাধারণত ক্লাব মানে হচ্ছে আড্ডা দেওয়ার জায়গা। আমরা প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্দেশ্য, বিজ্ঞান ক্লাব কি, এই ক্লাবে শিক্ষার্থীরা কি করবে, বিস্তারিত আলোচনা করি। তখন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিএসসি শিক্ষকসহ তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজ্ঞান ক্লাবের পক্ষে মতামত প্রকাশ করে এবং সার্বিক সহযোগিতা করবে বলে আশ্বাস দেন। বিজ্ঞান ক্লাবগুলোতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পযর্ন্ত মোট ৫২ জন সদস্যদের অভিভাবকদের নিয়ে বিজ্ঞান ক্লাবের উন্নয়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এসএমসি সভাপতির উপস্থিতিতে এবং প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে প্রতি অভিভাবক মিটিংএ ২০-৩০ জন করে অভিভাবক নিয়ে সভা করা হয়। অভিভাবকরা এখন বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়ে উৎসাহী। তারা মতামত দেন যে, এটা একটা যুগোপযোগী পদক্ষেপ। ছাত্র/ছাত্রীরা যদি বিজ্ঞান শিক্ষায় আকৃষ্ট হয় এবং বিজ্ঞানের ব্যবহারে জ্ঞান লাভ করতে পারে তাহলে পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পযর্ন্ত উন্নয়ন হবে। তাই আমরা যে কোন প্রকার সহযোগিতা করতে রাজি আছি। প্রতিটি অভিভাবক তাদের সন্তানকে বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়নে বিজ্ঞান শিক্ষাকে

উন্নতকরণ, ছাত্র/ছাত্রীদের বিজ্ঞানে অনুপ্রাণিত করার আশ্বাস দেন এবং বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষক মহাদয়ের সদয় দৃষ্টি দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান চর্চা বাড়ানোর জন্য আহবান জানান। উক্ত সভায় আরও বক্তব্য রাখেন অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, বিএসসি শিক্ষক, সহকারী শিক্ষকগণ।

আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলার প্রতিবেদন

১. ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলার জন্য অভিভাবকদের সাথে মত বিনিময় সভা, বিজ্ঞান ক্লাবের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং বিদ্যালয়ভিত্তিক বিজ্ঞান মেলা করা হয়। এছাড়াও আন্তঃবিদ্যালয় বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়েছে ২৬ ডিসেম্বর' ১২ দিনব্যাপী নীলফামারী নতুন দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে। ২০টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে মেলায় অংশগ্রহণ করে। সকাল ১০টায় মেলা উদ্বোধন করেন নীলফামারী পৌরসভার মেয়র জনাব দেওয়ান কামাল আহমেদ। উদ্বোধনী সভার সভাপতিত্ব করেন প্রধান শিক্ষক জনাব রুহুল আমিন, নীলফামারী নতুন দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যালয় এবং আরও ছিলেন জনাব সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, বাংলদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন, জনাব আলাউদ্দিন আলী, নির্বাহী পরিচালক, ইউএসএস। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর নীলফামারী নতুন দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ০১ নং ষ্টল ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি। তিনি সব ষ্টল পরিদর্শন করেন। মেলার আয়োজনের জন্য সবগুলি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষদের সাথে সভা করে 'মেলা বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করা। কমিটি কয়েকবার সভা করে মেলার সকল কার্যক্রমের দায়িত্ব বন্টন ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা করে।

নি◌েœ বিদ্যালয় ভিত্তিক আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলার প্রজেক্টে বিবরন গুলো দেওয়া হল:

নং	বিদ্যালয়ের নাম	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্পের বিবরণ
০১	পঞ্চপুকুর বালিকা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	০৩	কৃত্রিম জলবিদ্যুৎ, গ্রীনহাউজ প্রক্রিয়া, যাতাকল
০২	চাঁদেরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	০৩	সরল পেরিস্কোপ, বিদ্যুৎপাদন যন্ত্র, রাডার (বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্র)
০৩	কানিয়াল খাতা দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	০৬	ক্যালিডোস্কোপ, কাগজের যান্ত্রিক সুবিধা, জেনারেটর, পেপার ওয়েট, পেরিস্কোপ, ভোল্ট মিটার
০৪	ছাড়ারপাড় দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	০৬	সৌরশক্তি চালিত লঞ্চ, হস্ত চালিত নিড়ানি, হস্তচালিত মটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ করে বাল্ব জালানো, হস্তচালিত বাসের নলকূপ,হস্তচালিত ধান ও চাল ঝাড়াই যন্ত্র, গ্রীন হাউজ
০৫	লক্ষীচাপ দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়	০৪	পেরিস্কোপ, দৃষ্টি ভ্রম যন্ত্র, আলোর প্রতিফলন, হস্তচালিত জেনারেটরের মাধ্যমে আলো ও বাল্ব জ্বালানো
০৬	ককই বড়গাছা(পিসি) উচ্চ বিদ্যালয়	১০	ক্যালিডোস্কোপ, পেরিস্কোপ, সলর অনুবীক্ষণ যন্ত্র, প্রজেক্টর, ভূ-গোলক, প্রাকৃতিক ফ্যান/হস্তচালিত ফ্যান, বায়োগ্যাস, নিউটনের বর্নচক্র, স্প্রিং নিক্তি।
০৭	রামগঞ্জ দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়	০৯	তরল পদার্থের চাপ, কাগজের যান্ত্রিক সুবিধা, রংয়ের খেলা, ম্যানার সেল, পেরিস্কোপ, ক্যালিডোস্কোপ, দৃষ্টিভ্রম, ঘর্ষনের ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন, দুই নলের বিপত্তি

০৮ ফুলতলা বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয় ০৬ সরল পেরিস্কোপ, তড়িৎ চৌম্বক, ক্যালিডোস্কোপ, দৃষ্টিভ্রম, উত্তল লেন্সও অবতল লেন্স

০৯ তরনীবাড়ি দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যালয় ০৮ বায়ুর নিম্ম চাপও উর্ধচাপ, চাপের সমান্তরাল, ভরের স্থানান্তর, জেনারেটর, স্লাইট ক্যালিপার্স, সরল দোলক, অস্থায়ী চুম্বক, তাপ পরিচালন।

১০ পলাশবাড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ০৮ একটি বাল্ব দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রন করে বিদ্যুৎ সাশ্রয়, বৈদ্যুতিক চুম্বক তৈরী করন, নষ্ট টিউব বা গ্যাস কমে গেছে সেই টিউব লাইট জ্বালিয়ে অধিক আলো, পেপার ওয়েট, বায়ুর উর্ধচাপ, কাগজের শক্তি, কাগজের ডেকসি, অদৃশ্য ডাকটিকেট।

১১ বিশমুড়ি চাঁদের হাট উচ্চ বিদ্যালয় ০৭ তাপ ধারক যন্ত্র, হোম সিকিউরিটি, গ্রীন হাউস, টারবাইন, ডেকোরেশন লাইটিং, পেরিস্কোপ, পানি বিশ্লেষন করে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উৎপন্ন।

১২ নগর দারোয়ানী উচ্চ বিদ্যালয় ০৯ পুতুলের সেলুট, গোপন বার্তা, ভূতরে ঘুর্নন, পিথাগোরাসের উপপাদ্য এর বিকল্প যান্ত্রিক প্রমান, জটিল পেরিস্কোপ বা সিসি ক্যামেরা, পানি দিয়ে পানি ফুটানো, আজব আগুন, ভরবেগের প্রয়োগ, ফোয়ারা

১৩ টুপামারী দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যালয় ০৪ দৃষ্টিভ্রম, কাঁচফলক. কাগজের যান্ত্রিক সুবিধা, সরল পেরিস্কোপ

১৪ পলাশবাড়ি পরশমনি উচ্চ বিদ্যালয় ০১ কার্বন ডাই অক্সাইড প্রস্তুতকরন (বিনা খরচে)

উপকরন: ডিমের খোসা, ভিনেগার, বোতল, স্যালাইনের তার, টেষ্টটিউব।

১৫ কচুয়া চৌরঙ্গী সেবা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ০৬ যৌগিক অনুবীক্ষন যন্ত্রের সাহায্যে স্থায়ী পর্যবেক্ষক, সালোক সংশ্লেষনের মাধ্যমে অক্সিজেন নির্গমন, দৃষ্টিভ্রম, সরল পেরিস্কোপ, পরিত্যাক্ত ব্যাটারীর পুনঃ ব্যবহার, পরিত্যক্ত কাচামালের সাহায্যে পাখা তৈরী ও এর ব্যবহার।

১৬ চড়চড়াবাড়ি দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যালয় ০৫ সরল পেরিস্কোপ, দৃষ্টিভ্রম, কাগজের যান্ত্রিক সুবিধা, ক্যালিডোস্কোপ, ম্যাগনিফায়িং গ্লাস

১৭ রামনগর দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যালয় ০৩ পেরিস্কোপ, ক্যালিডোস্কোপ, জেনারেটর

১৮ দুবাছুরী দ্বি-মূখী দাখিল মাদ্রাসা ০৩ নিউটনের দ্বিতীয় সুত্রের প্রমানের মাধ্যমে পানি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে বাল্ব জ্বালানো, ক্যালিডোস্কোপ, কাগজের যান্ত্রিক সুবিধা

১৯ নীলফামারী নতুন দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয় ০৭ তাপ ধারক যন্ত্র, হোম সিকিউরিটি, গ্রীন হাউস, টারবাইন, ডেকোরেশন লাইটিং, পেরিস্কোপ, পানি বিশ্লেষন করে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উৎপন্ন।

২০ ইটাখোলা কালিতলা উচ্চ বিদ্যালয় ০৫ কার্বন ডাই অক্সাইড প্রস্তুতকরন (বিনা খরচে)

উপকরন: ডিমের খোসা, ভিনেগার, বোতল, স্যালাইনের তার, টেষ্টটিউব।

বিকাল সাড়ে ৩ টায় মেলার সমাপনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। সমাপনী এবং পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আসাদুজ্জামান নূর, সংসদ সদস্য, নীলফামারী-২। সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এ্যাডভোকেট মমতাজুল হক, প্রশাসক, নীলফামারী জেলা পরিষদ জনাব মোছাঃ রোকসানা বেগম, জেলা শিক্ষা অফিসার, নীলফামারী জনাব শাহিদ মামুদ, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, নীলফামারী, জনাব সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন, জনাব আলাউদ্দিন আলী, নির্বাহী পরিচালক, ইউএসএস, নীলফামারী। সমাপনী এবং পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব দেওয়ান কামাল আহমেদ, মেয়র নীলফামারী পৌরসভা। প্রধান অতিথি মেলায় উপস্থিত হওয়ার পর প্রথমে সবাই মিলে বিজ্ঞান মেলার ষ্টলগুলো পরিদর্শন করেন। ষ্টলগুলো পরিদর্শন করার পর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে প্রধান অতিথি জনাব আসাদুজ্জামান নূরকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয় নগর দারোয়ানী উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস। এরপর শিক্ষার্থীরা এক এক করে সকল অতিথিকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রথমে পবিত্র কোরআন থেকে পাঠ করেন হাফেজ মোঃ তারিকুজ্জামান এবং পবিত্র গীতা পাঠ করেন সনজিতা রায়, অষ্টম শ্রেনী, পলাশবাড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। আসাদুজ্জামান নুর বলেন-আমার স্বীকার করতে দ্বীধা নেই যে, বিজ্ঞান শিক্ষায় যে শিক্ষার্থীরা কমে গেছে তা আমার জানা ছিল না। বর্তমানে বিজ্ঞান শাখায় শিক্ষার্থী কমে গেছে, তার সাথে শিক্ষার্থীর অভিভাবকদেরও বিজ্ঞান পড়ায় আগ্রহ কমে গেছে। সাধারনতঃ যেসব বিষয় পড়ালে চাকুরী পাওয়া সহজ হয়, শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা সাধারনত সেসব বিষয় পড়ায়।

এর ফলে আগামীতে যেটা হবে-তার উল্টো। বিজ্ঞান পড়ানোর যে ব্যাপারটা,সেখানেও বাঁধা দেখা দিচ্ছে। অবশ্য বিজ্ঞান শিক্ষকের সংখ্যাও অনেক কম। তিনি আরো বলেন-আমি যখন বিদ্যালয়ে পড়তাম,তখন পাঠাগার থেকে বই নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। এখন মনে হয়, সেটা আর হয় না। এখন ছাত্ররা কীভাবে বই পড়ে পাশ করা যায় সেটাই করে।এই সমস্ত ছাত্র/ছাত্রীরা ঢাকায় গিয়ে অন্যান্য ছাত্র/ছাত্রীদের সাথে প্রতিযোগীতা করতে পারে না। তখন বিভিন্ন ধরনের ভাল চাকরী থেকে তারা বঞ্চিত হয়। তিনি বলেন-বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির যুগ।এই বিজ্ঞানের যুগে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে এবং কম্পিউটারের মাধ্যমেও আয় করা যায়। বিদেশীরা বাংলাদেশে এসে কোম্পানী তৈরী করেছে। তাদের দেশে একজন শ্রমিক যে বেতন পায়, তা দিয়ে এদেশে দশজন শ্রমিক পাওয়া যায়। তোমরা যারা নতুন প্রজন্ম আছো, তোমরা পড় এবং পড় আর সত্যটাকে আবিষ্কার করো।রোকসানা বেগম, জেলা শিক্ষা অফিসার বলেন, আমরা সবাই জানি “বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদের সমস্ত কিছু পাল্টে দিয়েছে। চারদিকে বিজ্ঞানের জয় জয়াকার। আমরা বই বিতরণ করতে গিয়ে দেখেছি, বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের বড়ই অভাব। আজকে যে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়েছে তার পরে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারছে। তিনি ইউ.এস.এস কে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানান। তিনি অনুরোধ করে বলেন আগামী বিজ্ঞান মেলা ২০টি স্কুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নীলফামারী জেলার সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি যেন অংশগ্রহণ করতে পারে সে ব্যবস্থা করা হয়। জনাব এ্যাডভোকেট মমতাজুল হক, প্রশাসক, নীলফামারী জেলা পরিষদ বলেন,

“আমরা অনেক সময় দেখি অনেক ধর্মভীরু মানুষ যারা বিজ্ঞানকে ভয় পায় তারা বিভিন্ন ভাবে পিছিয়ে পড়েছে। আমাদের আদম হাওয়া যখন পৃথিবীতে এসেছিল তখন তাদেরকে বিবস্ত্র অবস্থায় আসতে হয়েছে। আধুনিক যুগে আমরা সবাই এক মুহূর্তেও বিজ্ঞান ছাড়া চলতে পারি না। এখন আমরা ঘরে বসেই সবার সাথে কথা বলতে পারছি তা বিজ্ঞানের ফলেই সম্ভব হয়েছে। দেওয়ান কামাল আহমেদ, মেয়র, নীলফামারী পৌরসভা বলেন, “আমি সমস্ত ষ্টল ঘুরে দেখেছি শিক্ষার্থীরা অনেক নতুন নতুন প্রজেক্ট তৈরী করেছে। তাদেরকে যদি সুযোগ দেওয়া হয় তারা আরো অনেকদুর এগিয়ে যেতে পারবে। আমেরিকা তাদের সবগুলো খাতের চেয়ে গবেষণা খাতে সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ রাখে । সবশেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয়। মেলা চলাকালে ০৩ সদস্য বিশিষ্ট বিচারক কমিটি প্রজেক্টগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। তারা প্রজেক্টগুলোর মূল্যায়ন করে ফলাফল ঘোষনা করেন- মেলায় প্রথম স্থান অধিকার করে- নগর দারোয়ানী দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন-নীলফামারী নতুন দ্বি-মূখী বিদ্যালয়। তৃতীয় স্থান অধিকার করেন- বিশমুড়ী চাদের হাট দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন-পলাশবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। এবং ১৬ টি বিদ্যালয়কে সান্তনা পুরুস্কার প্রদান করা হয়। পরিশেষে সমাপনি অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব দেওয়ান কামাল আহমেদ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আন্তঃ স্কুলবিজ্ঞান মেলার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রধান শিক্ষকের মতামত

১। মোঃ রুহুল আমিন,

প্রধান শিক্ষক

নীলফামারী নতুন দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়, নীলফামারী সদর।

আমার বিদ্যালয়ে যখন বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্পটি আসে তখন আমি এটিকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করি। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীরা কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে আমি বলতে পারি-বিজ্ঞান ভীতি, বিজ্ঞান পড়লে খরচ বেশি লাগে, বিজ্ঞানে পড়লে ভাল রেজাল্ট করা যায় না ইত্যাদি। আর এজন্য বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়াতে হলে, বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে আনন্দময়ময়ী করে তুলতে হবে। পাশাপাশি অভিভাবকদের আরও ভাল করে সচেতনতা বাড়াতে হবে এবং বিজ্ঞান শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যেসব বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার নেই,সেসব বিদ্যালয়ে সরকারকে বিজ্ঞানাগার দিতে হবে। সাথে বিজ্ঞানের সারঞ্জাম দিতে হবে। তাহলে বিজ্ঞানের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ করাতে সক্ষম হবে এবং শিক্ষার্থীদেরকে আনন্দময়ী করে তুলতে পারবে। শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান বিষয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পড়াতে হবে এবং প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীদের মাঝে বিজ্ঞানের কিছু তথ্য-উপাত্ত, বিজ্ঞানের নতুন কিছু আবিস্কার তুলে ধরতে হবে। তাহলে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে বিজ্ঞান পড়তে চাইবে।

২। মোঃ বাবুল হোসেন

প্রধান শিক্ষক

পঞ্চপুকুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নীলফামারী।

বর্তমান সময়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীকে ব্যাপক দুর্বোধ্য ও কঠিন মনে করে। ওরা মনে করে যে, বিজ্ঞানে পড়লে বেশি নম্বর পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান নিয়ে পড়লে সহজে পাশ করা যায় না। এই ভ্রান্ত ধারণাগুলো শিক্ষার্থীদের মন থেকে আমাদেরকেই দূর করাতে হবে। উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা বিজ্ঞান উন্নয়নের জন্য যে প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে, এটি বর্তমান সময়ে অত্যন্ত আবশ্যকীয় এবং সময়োপযোগী। কারণ আমাদের বিদ্যালয়ে আগে শতকরা ৪০-৫০ জন বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ছিল আর এখন শতকরা ৭-৮ জন বিজ্ঞানে পড়ে। পাশ্চাত্য দেশগুলো তথ্য-প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে গেছে। তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আমাদেরকেও বিজ্ঞান শিক্ষায় উন্নয়ন করতে হবে। এজন্য নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞানের ব্যাপারে বেশি বেশি আগ্রহী করে তুলতে হবে। তাহলেই বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব হবে।

৩। সুবাস চন্দ্র রায়

প্রধান শিক্ষক

কানিয়ালখাতা দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়, নীলফামারী।

বর্তমান সময়ে বিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষক স্বল্পতা একটা লক্ষ্যনীয় বিষয়। কিছু কিছু বিদ্যালয়েতো মাত্র ২/১ জন বিজ্ঞান শিক্ষক দেখতে পাওয়া যায়। আর এই ২/১ জন বিজ্ঞান শিক্ষক একটি বিদ্যালয়ে কিভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন করবে। তাছাড়া কোন কোন বিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষপাতের কারনে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়না। শিক্ষাক্ষেত্রে এটাও একটা বিরাট বাঁধা। এই অযোগ্য শিক্ষক বা ২/১ জন বিজ্ঞান শিক্ষক দ্বারা শিক্ষার মান কিভাবে আধুনিক করা যাবে।আর এজন্য বিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞানের শিক্ষক সংখ্যা বাড়াতে হবে এবংযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।সেই সাথে শিক্ষকদেরকে কাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। বিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য আলাদা বিজ্ঞাণাগার দিতে হবে।তাহলে শিক্ষকদের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরাও আনন্দের সাথে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চাইবে।

৪। এসএম মজিবুল হক

প্রধান শিক্ষক

ফুলতলা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, নীলফামারী।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে হবে।শিক্ষার্থীরা তথা তাহাদের পিতামাতা থেকে শুরু করে গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরতে হবে। এজন্য সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা,যেখানে সভা-সেমিনার হয় বা যখন কোন জায়গায় আলোচনা অনুষ্ঠান হয়,সেখানে ২/১ মিনিট বিজ্ঞান নিয়ে দু-একটা কথা বলা উচিত।যেমন-কোন এক মসজিদের ঈমাম যদি কোন একটা আলোচনা অনুষ্ঠানে বসে আর

সেখানে যদি তিনি বিজ্ঞান নিয়ে কয়েক মিনিট কথা বলেন তাহলে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সবাই তার কথাগুলো শোনে।এটা শিক্ষকদের পাশাপাশি গোটা সুশীল সমাজের দায়িত্ব।

 বিজ্ঞান শিক্ষকের মতামত

১। জিতেন্দ্রনাথ রায়

বিএসসি, শিক্ষক

রামনগর দ্বীমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, নীলফামারী।

যে কোন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ক্লাবের সভাপতিকে প্রাধান্য দিতে হবে। অনুষ্ঠানের জন্য বরাদ্ধ টাকা বিজ্ঞান ক্লাবের সভাপতিকে দিতে হবে প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে।সভাপতিকে সহযোগীতা করবে বিজ্ঞান শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষক প্রকৃত খরচে হিসাব নিবেন। প্রয়োজনে সভাপতি কিংবা বিজ্ঞান শিক্ষক স্কুল প্যাডে স্বাক্ষর করবে এবং প্রধান শিক্ষক অনুস্বাক্ষর বা যাচাই করে তার সুপারিশ স্বাক্ষর করবে।

২। মোঃ মালেক ইসলাম

বিএসসি, শিক্ষক

তরনীবাড়ি দ্বীমুখী উচ্চ বিদ্যালয় নীলফামারী।

বিজ্ঞান শিক্ষার এই প্রকল্পের কাজ খুবই ভাল। আর আমাদের বিদ্যালয়ে যেহেতু বিজ্ঞানের যন্ত্রপতি নেই এবং বিজ্ঞানের গবেষণাগারও নেই, তাই আপনাদের মাধ্যমে আমাদের ছাত্ররা বিজ্ঞানের বাস্তব জ্ঞান সম্পর্কে অনেক বেশি জানতে পারছে। আমি এই প্রকল্পের উন্নয়ন আসা করি এবং সেই সাথে আমাদের বিদ্যলয়ে যদি বিজ্ঞানের ব্যবহারিক যন্ত্রপতির ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে উপকৃত হব।

৩। বিধু ভূষণ রায়

বিএসসি, শিক্ষক

ককই বড়গাছা পি.সি দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়, নীলফামারী।

উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউ.এস.এস) কর্তৃক আয়োজিত আপনাদের এই বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্পের সমস্ত কাজই আমাদেরকে ভালো লাগে এবং আরো ভালো লাগে আপনাদের কজের মধ্যে সচ্ছতা দেখে। বিদ্যালয়ে যেহেতু বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি কম এবং পাঠ্যক্লাস ছাড়া বিজ্ঞানের উপর বাড়তি কোন ব্যবহারিক ক্লাস পর্যাপ্ত পমিানে হয় না তাই আপনাদের মাধ্যমে আমাদের ছাত্ররা বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারছে এবং তারা নতুন কিছু তৈরী করতে শুরু করেছে। তাই

এই বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করছি এবং এই প্রকল্প যেন আরো দীর্ঘায়িত হয় এই কামনা করি।

৪। উজ্বল অধিকারী

বিএসসি, শিক্ষক

কচুয়া চৌরঙ্গী সেবা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নীলফামারী।

এই বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের ছাত্ররা বিজ্ঞান শিক্ষায় উন্নয়নের সাথে সাথে নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষন পেয়ে তারা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান (কর্মকান্ডে) নেতৃত্ব দিতে শুরু করেছে এবং তারা বিভিন্ন ভালোমন্দ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। আর নতুনর নতুন কিছু তৈরী করায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। অবশ্যই এটি আমাদের জন্য ভালো। ছাত্ররা অবশ্যই নতুন কিছু তৈরী করে বিজ্ঞান মেলায় প্রদর্শন করবে। আমি এজন্য বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন এবং ইউ.এস.এস কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

অভিভাবকের মতামত

১। আব্দুল আজিজ

গ্রাম: খাইলসা পাড়া

নগর দারোয়ানী দ্বি-মূখী উচ্চ বিদ্যালয়,নীলফামারী।

আমি বিজ্ঞান পড়াতো দূরের কথা আমার নামটিও ভাল করে লিখতে জানিনা। যখন আমার মেয়ে ৯ম শ্রেণীতে প্রথম হয় তখন সে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চেয়েছিল। বিজ্ঞান কথাটা শুনেই আমি ভয় পেয়েছিলাম। এজন্য তাকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে বাঁধা দিয়েছিলাম। পরে লাভলু স্যার আমাকে বিজ্ঞান শিক্ষার কথা সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে বলে।তখন মেয়েকে বলেছিলাম-যা ভাল হয় তাই কর।মেয়ে বিজ্ঞান নিয়ে লেখাপড়া শুরু করে। ভাবছিলাম মেয়েকে লেখাপড়ায় অনেক টাকা দিতে হবে। কিন্তু মেয়ে আমার ধারণা পাল্টে দিয়েছে।সে আগে যা টাকা নিতো এখনো তাই নেয়। যখনসে ১০ম শ্রেণীতে প্রথম হলো, আমার যে কি ভাল লাগলো ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। আজ ইউএসএস-এর কল্যাণে আমার মেয়ে সম্বন্ধে দুটা কথা বলতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করছি। দোয়া করি ইউএসএস যেন এই কাজটি আরও অনেক দিন চালিয়ে যায়।

২। আসাদুজ্জামান মুকুল

গ্রাম : গাবের তলা

পঞ্চপুকুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নীলফামারী।

মেয়ের লেখাপড়ার খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য প্রায়ই আমি বিদ্যালয়ে আসি। ইউএসএস শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী করার জন্য যে পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে এজন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, আমরা প্রতিনিয়ত ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সমাজ তথা বিশ্বের সমস্ত কিছুতে বিজ্ঞানের আবিস্কার ব্যবহার করি। আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা যদি বিজ্ঞনে পিছিয়ে থাকে, তাহলে তো বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবো না। তাই ইউএসএস-কে অনুরোধ করবো বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্পটি তারা যেন ৩বছর সীমাবদ্ধ না রেখে আরও দীর্ঘ করে।

৩। শফিকুল ইসলাম

গ্রাম ঃ পূর্ব সূটিপাড়া

ফুলতলা বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়,নীলফামারী।

আমার মেয়ে শারমিন মোটামুটি খুব ভাল ছাত্রী কিন্তু তাকে বিজ্ঞান পড়াতে আমার আপত্তি ছিল। শারমিনও জেদ ধরলো বিজ্ঞান ছাড়া সে লেখাপড়াই করবে না। শেষে আমার ছেলে শামীমের অনুপ্ররণায় সে বিজ্ঞান নিয়ে লেখাপড়া শুরু করলো।শারমিন নিয়মিত লেখাপড়া করে।আমি আমার মেয়ের খোঁজ নেবার জন্য কোনদিনও বিদ্যালয়ে আসিনি। একদিন শারমিন বললো, স্কুলে মিটিং আছে তোকে যাইতে বলেছে। আমি মিটিংয়ে গেলাম। স্যার এবং ইউএসএস কর্মীদের কথা শুনলাম। ভাল লাগল।আমি বুঝতে পেরেছি, সকালে ঘুম থেকে উঠা থেকে শুরু করে রাত্রে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত আমরা বিজ্ঞানের জিনিস ব্যবহার করি। আর আমাদের সন্তানের যদি বিজ্ঞানে না পড়ে তাহলে আমরা অনেক পিছিয়ে যাবো। এই বিষয়গুলো আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য ইউএসএসকে ধন্যবাদ।

- সীমাবদ্ধতা
- বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ প্রকল্প শুরুর দিকে আমাদেরকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়ে পারেনি কারণ আমরা এনজিও কর্মী বলে।
- বিজ্ঞান শিক্ষক সল্পতার করণে এই প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত সময় দিতে চায় না ।
- বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত পরিমান বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবহারিক উপকরণ না থাকা এবং ব্যবহারিক ক্লাস না হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের মাঝে বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব কম।
- বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রচুর পরিমাণ আর্থিক সহযোগীতার প্রয়োজন পড়ে বলে অবিভাবকগণের ধারণা ।
- বিদ্যালয় গুলোতে নিজস্ব কোন বিজ্ঞান ভবন নেই।
- শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান শিক্ষাকে কঠিন ও দুর্বোধ্য মনে করেছিল।
- সবল দিক
- বিদ্যালয়ের ব্যাবস্থাপনা কমিটি ও প্রধান শিক্ষকগণ যথেষ্ট বিজ্ঞান শিক্ষায় সচেতন হয়েছে।
- স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন প্রকল্প তৈরীতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ প্রকাশ
- নতুন নতুন প্রকল্প তৈরীতে ছাত্র/ছাত্রীদের গবেষণা চলছে।

- বিজ্ঞান শিক্ষকগণের বিজ্ঞানের প্রতি মনোভাব বেড়েছে।
- অভিভাবকগণ যথেষ্ট বিজ্ঞান শিক্ষায় সচেতন ও উৎসাহ প্রদান করছে।
- প্রকল্প কর্মীরা যথাযথ ভ' মিকা রাখতে পেরেছে।
- ইউএসএস ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ হতে যথাযথ ভ' মিকা পালন করা হয়েছে

- বাঁধা
- বিদ্যালয় ভিত্তিক বিজ্ঞান মেলার বাজেট কম
- বিজ্ঞান ক্লাব মিটিংয়ের কোন বাজেট বরাদ্দ নাই
- বিজ্ঞান শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে উদাসীন
- বিজ্ঞান শিক্ষকরা প্রজেক্টের কার্যকলাপে যথেষ্ট সময় দিতে অনীহা প্রকাশ করে
- প্রধান প্রধান অর্জন
- ২০ টি বিদ্যালয়ের ৪৭৬ জন ছাত্র, ৬৬৪ জন ছাত্রী মোট ১১৪০ জন বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্য হয়েছে।
- ২০ টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং শিক্ষকবৃন্দসহ মোট ৩৩৯৮ জন বিজ্ঞান বিষয়ে সচেতন হয়েছে।
- ২০ টি বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ক্লাবের ৪০৮ জন ছাত্র-ছাত্রীর নেতৃত্ব বিষয়ে দক্ষতা বেড়েছে।
- ২০ টি বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ক্লাবের ২৪০ জন ছাত্র-ছাত্রকে বিজ্ঞান বিষয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে নতুন প্রকল্প তৈরীতে প্রতিযোগিতার মনোভাব বেড়েছে।
- বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে।
- বিদ্যালয় ভিত্তিক বিজ্ঞান মেলা করার ফলে এলাকায় বিজ্ঞান এর প্রভাব পড়ছে।
- শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্ষুদে বিজ্ঞানী হওয়ার মনোভাব বেড়েছে।
- আন্তঃ স্কুল বিজ্ঞান মেলা করার ফলে জেলা পর্যায়ে বিজ্ঞান এর প্রভাব পড়ছে।
- বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যরা বিজ্ঞান ক্লাবের বাৎসরিক পরিকল্পনা তৈরী করছে।
- বিদ্যালয় ভিত্তিক বিজ্ঞান বিষায়ে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করছে।
- বিদ্যালয় ভিত্তিক বির্তক,রচনা, প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে।
- বিজ্ঞান ও বাল্য বিবাহের উপর বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যরা নাটক প্রর্দশন করছে।
- বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যরা সঞ্চয়ী হচ্ছে ।
- বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যরা নিজ উদ্যেগে ক্লাবের সাইন বোর্ড তৈরী করছে।

০১. কেস স্টাডি-০১

খুদে বিজ্ঞানী মনোরঞ্জন রায়

আমি মনোরঞ্জন রায়। পিতা ঃ ডালিম রায়। আমি বিশমুড়ী চান্দের হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর ছাত্র। প্রথম দিকে বিজ্ঞান সম্পর্কে তেমন কিছু জানতাম না এবং চিন্তাও করি নাই। আমার সাথে সাথে সহকর্মীরাও ঠিক এমনি করত। শুধু মাত্র ক্লাস ছাড়া অন্য কোন সময়ে বিজ্ঞান সম্পর্কিত কিছুই আলোচনা হয় না।আর এই ভাবে বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের অনীহা দেখা দেয়। বিশেষ করে বিজ্ঞানে আমি আনন্দের কিছুই দেখি নি। কিন্তু গত বছরে আমাদের বিদ্যালয়ে ইউএসএস এর দেখা মেলে। এর পর থেকে আমরা বিজ্ঞান ক্লাব গঠন করি এবং নিয়মিত ভাবে বিজ্ঞান চর্চা করা শুরু করি। যার ফলে আমরা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান মেলা থেকে শুরু করে আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা ২০১২তে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাই। আর সেখানে ৩য় তম স্থান অর্জন করি। আর এই বিজ্ঞান মেলা ও বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে দিয়েই আমি বুঝতে পারি যে বিজ্ঞানে কত আনন্দ। আর এই আনন্দকে সামনে রেখে আজকে আমার অর্জন এই হোম সিকিউরিটি যন্ত্রটি। আমি চিন্তা করি কিভাবে একটি বাড়িকে নিরাপদে রাখা যায় সিকিউরিটি গার্ড ছাড়া। অবশেষে তৈরী করে ফেললাম হোম সিকিউরিটি যন্ত্রটি। যদি কেউ এই বাড়িতে ঢুকতে যায়, তাহলে অবশ্যই তাকে ওয়াল পার হতে হবে কিংবা হাত দিতে হবে। আর যখনেই ওয়ালে হাত রাখবে তখনেই বাড়ির ভেতরে বেল বেজে উঠবে এবং বাড়ির সবাই বুঝতে পারবে। এই যন্ত্রের আবিষ্কারের জন্য খুব বেশি খরচের প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র কিছু ককসেট,কিছু বৈদ্যুতিক চিকন তার এবং কলিংবেলের মতো ছোট ইলেকট্রিক যন্ত্র। এই যন্ত্র ব্যবহারের ফলে বাড়িতে সিকিউরিটি গার্ডের প্রয়োজন হবে না এবং সিকিউরিটি গার্ডের জন্য কোন বাড়তি অর্থের প্রয়োজন হবে না। আজ আমার যা অর্জন তার জন্য আমি ইউএসএস কে ধন্যবাদ জানাই। কারন তাদের মাধ্যমেই আমি এই পর্যায়ে আসতে পেরেছি। সেই সাথে আমি ধন্যবাদ জানাই আমার বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞান শিক্ষক জনাব নজরুল ইসলাম ও শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক জনাব ইসলাম উদ্দিন স্যারকে। কারন ওনারা আমাকে সর্বদা সহায়তা করেছেন। আজ এই হোম সিকিউরিটি যন্ত্রটি আবিষ্কার করতে পেরে আমি খুবেই গর্বিত।

কেস স্টাডি-০২

খুদে বিজ্ঞানী বেলাল হোসেন

প্রত্যন্ত একটি গ্রাম দুবাছুরী। এই গ্রামেই বাস করে মোঃ বেলাল হোসেন। বয়স ১৭ বছর। পিতা মোঃ সুলতান আলী বয়স ৫০ বছর। মাতা আনোয়ারা বেগম রয়স ৩৬ বছর। থানা ও জেলা নীলফামারী। ৩ ভাই ১ বোনের মধ্যে বেলাল মেজো। রড় ভাই কৃষি কাজ করে ,ছোট ভাই বোনেরা দুবাছুরী দ্বি-মুখী দাখিল মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে। অত্যন্ত দারিদ্রতার মধ্যে থেকেও সে এই বছর এই মাদ্রাসা থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এ+পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। তার স্বপ্ন দেশের জন্য ভাল কিছু করবে। সে বিজ্ঞান নিয়ে পড়বে এবং গবেষণা করবে। কিন্তু সে রকম কোন সুযোগ ছিল না। মাদ্রাসায় কোন দিনো বিজ্ঞান বিষয়ে ব্যবহারিক ক্লাস হয় নাই। বিজ্ঞান বিষয়ে কোন চর্চাও হয় নাই। গত ২০১২ সালের ফেব্রয়ারি মাসে সে একটি সুযোগ পায। ইউএসএস এর সহযোগিতায় মাদ্রাসায় বিজ্ঞান ক্লাব গঠিত হয়। এই ক্লাবের সাধারন সম্পাদক সে। এরই সুবাদে ব্যবহারিক ক্লাস বিজ্ঞান, বিষয়ে গবেষণা, বিজ্ঞান মেলা প্রভৃতি কার্যাবলি তার মনকে আরও আকৃষ্ট করে তোলে। সে গবেষণা করে কিভাবে সহজে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার করা যায়। এরই ফলশ্রুতিতে সে একটি ডিজিটাল জল বিদ্যুৎ প্রকল্প আবিষ্কার করে। এতে কৃত্রিম জল◌্রত তৈরী করে সহজেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বাল্ব জ্বালানো যায়। যন্ত্রটির কন্ট্রোল সুইচ চালনা করা হয় মোবাইলের মাধ্যমে। তার আবি®◌ৃ<ত যন্ত্রটির ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে বিদ্যুতের চাহিদা পুরণ এবং মাটির নীচ থেকে পানি উত্তোলন করে সেচের চাহিদা পূরন করতে চায়। সে ভবিষ্যতে একজন বড় বিজ্ঞানী হতে চায়।

কেস স্টাডি-৩

খুদে বিজ্ঞানী সুমন ইসলাম

মোঃ সুমন ইসলাম।

বয়স ১৫ বছর পিতাঃ আবতাব উদ্দিন, মাতা ঃ মিসেস মেরিনা বেগম গ্রাম ঃ বানিয়া পাড়া, ডাকঘর ঃ দারোয়ানী সুতকল, থানা ও জেলা নীলফামারী। ১ ভাই, ৩ বোন সে নগর দারোয়ানী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৯ম শ্রেণীতে পড়ি। ২০১২ সালে আমাদের বিদ্যালয়ে একটি বিজ্ঞান ক্লাব গঠন করা হয়। এই বিজ্ঞান ক্লাবের আমি একজন সাধারন সদস্য। ২০১২ সালে আমি ৮ম শ্রেণীতে পড়েছিলাম । বিজ্ঞান ক্লাবের সৌজন্যে আমাদের বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কর্মকান্ড হয় হয়। উক্ত কর্মকান্ড গুলোর মধ্যে আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি যেটা কাজে দিয়েছে সেটা হলো অভিভাবক সভা। কারন ৯ম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে আমি যখন বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে চেয়েছিলাম, তখন বাবা এর বিরোধীতা করেছিলেন। বাবা বলেছিল আমি তোমাকে অতো টাকা দিতে পারবো না । বিজ্ঞান নিয়ে পড়লে বেশি টাকা লাগে, প্রাইভেট পড়তে হয় বেশি। আমার ভাগ্য ভালো যে মা আমার পাশে ছিলেন । কারন বিদ্যালয়ে যেদিন অভিভাবক সভা হয় মা সেখানে উপস্থিত ছিলো। বিজ্ঞান নিয়ে পড়লে যে বেশি টাকা লাগে না মা সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। মা বাবাকে বোঝানোর পরে সমস্যাটি সমাধান হয়। ২০১২ সালে আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলায় আমাদের বিদ্যালয় প্রথম স্থান অধিকার করে। এরপর জেলা পর্যায়ের বিজ্ঞান মেলায় আমরা অংশগ্রহণ করি। উক্ত অংশগ্রহণগুলি সম্পন্ন হয়েছিলো কেবলমাত্র আমাদের বিদ্যালয়ে একটি বিজ্ঞান ক্লাব আছে বলে। তাছাড়া বিদ্যালয়ের নিয়মিত কর্মকান্ডের পাশাপাশি আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ক্লাবের সৌজন্যে বিজ্ঞান মেলা, অভিভাবক মিটিং,ক্লাব মিটিং ও আরও অনন্য কর্মকান্ড সম্পন্ন করি। বিএফএফ শিশু কিশোর বিজ্ঞান কংগ্রেস ১০১৩ এবং জগদীশ বসু বিজ্ঞান ক্যাম্পে অংশগ্রহণের জন্য আমি একটা পাই। সেই অনুযায়ী আমাদের বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান স্যারের সহযোগিতা নিয়ে কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করার আগ্রহ পোশণ করি। স্যার আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতার হাত বাড়িয়েদেয়। আমি সিদ্ধাং ি নেই বিজ্ঞান কংগ্রেসে আমি সিরিঞ্জ প্রেস প্রদর্শন করবো। এই কংগ্রেসে অংশ নিয়ে আমি আমার ধারণা সবার মাঝে শেয়ার করবো এবং অন্য সবার চিন্তাধারা সর্ম্পকে জানতে পারবো । সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও কর্মকৌশল সম্পর্কে জানবো ,যেন আগামীতে নতুন কিছু একটা সৃষ্টি করে দেশের সম্মান উজ্জল করতে পারি। আমি হাইড্রোলিক প্রেসের মতো করে সিরিঞ্জ দিয়ে

সিরিঞ্জ প্রেস তৈরী করেছি। এখানে বল বৃদ্ধিকরণ নীতি কাজ করেছে। সিরিঞ্জের পিষ্টন উপর দিকে টানলে নীচ থেকে পানি উপড়ে ওঠে। পিষ্টনটি নীচের দিকে চাপ দিলে বেয়ারিং বল বাল্ব এর মতো পানি নামতে বাধা দিবে,ফলে পানি শার্শ্বনল দিয়ে সিরিঞ্জে প্রবেশ করবে। সিরিঞ্জ থেকে পানি নীচে আসতে চাইলে বেয়ারিং বাল্ব বাধা দিবে। ফলে পানির চাপে সিরিঞ্জের পিষ্টনটি উপরে উঠবে। এভাবে বারবার পুনরাবৃদ্ধি করলে সিরিঞ্জে উপর রাখা পঞ্চটি চাপ পেয়ে সংকুচিত হবে ।কাজ শেষে স্যালাইনের পাইপের চাকা ঘুরিয়ে পানি কাঁচের গ্লাসে এসে পরবে এবং যন্ত্রটি পুনরায় কাজের উপযোগী হবে। এগুলোর সবই সম্ভব হয়েছে একমাত্র ইউএসএস এবং বিএফএফ এর সৌজন্যে। এরজন্য ইউএসএস এবং বিএফএফ কে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ।

দৈনিক
খবরপত্র
সময় ও নিরপেক্ষতায় অগ্রণী THE DAILY KHABARPATRA
বার ॥ ৩০ চৈত্র ১৪১৮ বাংলা ॥ ২০ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৩ হিজরি ॥ ১৩ এপ্রিল ২০১২ ইংরেজি ॥ www.dail

বিজ্ঞান মনষ্ক না হলে পরিবর্তন আশা করা যায় না : নীলফামারীতে সাংসদ নুর

নীলফামারী প্রতিনিধি

বিজ্ঞান মনষ্ক না হলে, পরিবর্তন আশা করা যায় না। বিজ্ঞান আমাদের সাথে মিশে থাকলেও আমরা তা ব্যবহার করতে পারছি না। তথ্য প্রযুক্তির এ সময়ে বিজ্ঞান ছাড়া উন্নয়ন করা যায় না, এ জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোড় দিতে হবে। দেশ বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও নীলফামারী- ২ আসনের সাংসদ আসাদুজ্জামান নুর নীলফামারী ডায়াবেটিক হাসপাতালে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএস আয়োজিত সভায় তিনি আরও বলেন গ্রাম গঞ্জে প্রতিটি স্কুলে মানবিক, ধর্ম শিক্ষা ছাড়াও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। অন্যথায় আমাদের পিছিয়ে থাকতে হবে। ইউএসএস নীলফামারীর নির্বাহী পরিচালক আলাউদ্দিন আলীর সভাপতিত্বে সভায় বিএমএ'র সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মজিবুল হাসান চৌধুরী শাহিন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক মোশাররফ হোসেন শাহ, মোজাহার আলী, প্রাক্তন চেয়ারম্যান হেদায়েত আলী শাহ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। প্রসঙ্গত বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন'র সহযোগীতায় উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) নীলফামারীর আট ইউনিয়নের ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প" শিরোনামে বিজ্ঞান শিক্ষার মানোন্নয়নে চলতি বছরের জানুয়ারী থেকে কাজ শুরু করেছে। প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিজ্ঞান ক্লাব গঠন, শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। ইউএসএস নীলফামারীর নির্বাহী পরিচালক আলাউদ্দিন আলী জানান, তিন বছরের এ প্রকল্পটি ২০১৪ সালে গিয়ে শেষ হবে। ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, সভাপতি ছাড়াও সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন প্রকল্প পরিচিতি সভায়।

পটুয়াখালী পৌরসভায় পানির
গ্রাহকদের হাহাকার

কিশোরগঞ্জের
এক কৃষকের

কিশোরগঞ্জ থেকে শফিকুল ইসল

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজে
গ্রামে বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃ
কৃষক। করিমগঞ্জ উপজেলার শ
দুপুরের দিকে হালকা বৃষ্টির সাথে
কয়েকজন কৃষক জমিতে ধান ব
যায় চং নোয়াগাঁও গ্রামের কদু মি
হয় একই গ্রামের সেলিম (২৫)
(৪৭)। আহতদের করিমগঞ্জ স্বা

নাটোর সরকা
সুবিধা বঞ্চিত

নাটোর প্রতিনিধি

নাটোরের সরকারী স্কুলের মেধ
করেছে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র
অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ে ১০ ছাত্রের
প্রদান করা হয়। বিদ্যালয় মিলন
আবুল হাশেমের সভাপতিত্বে অ
বৃত্তির অর্থ তুলে দেন বিদ্যালয়ে
ইব্রাহিম। অন্যান্যের মধ্যে বক্ত
বানু,সমিতির সদস্য সচিব এ
স্বপন,সহকারী অধ্যাপক মুজিবুর
মহসীন,আব্দুল্লাহ আল আশরাফ
আহমেদুল হক স্বপন জানান,
শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হচ্চে
থেকেই সংগ্রহ করা হয়।

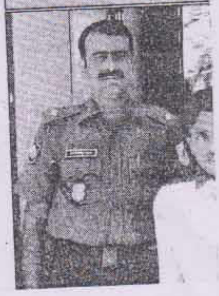

মানিকগঞ্জে ক
হয়রানি অভিযে
২ দিনের

নং- রাজ : ৫৯ : বর্ষ ১৮
সংখ্যা ২৩৩ : নীলফামারী
বার : ১লা বৈশাখ ১৪১৯
১৪ এপ্রিল ২০১২ ইং
১৪ পৃষ্ঠা : মূল্য ২ টাকা

দৈনিক নীলকথা
The Daily Nilkatha

বিজ্ঞান মনস্ক না হলে পরিবর্তন আশা করা যায় না -সাংসদ নুর

স্টাফ রিপোর্টার

বিজ্ঞান মনস্ক না হলে, পরিবর্তন আশা করা যায় না। বিজ্ঞান আমাদের সাথে মিশে থাকলেও আমরা তা ব্যবহার করতে পারছি না। তথ্য প্রযুক্তির এ সময়ে বিজ্ঞান ছাড়া উন্নয়ন করা যায় না, এ জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোড় দিতে হবে।

দেশ বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও নীলফামারী- ২ আসনের সাংসদ আসাদুজ্জামান নুর নীলফামারী ডায়াবেটিক হাসপাতালে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএস আয়োজিত সভায় তিনি আরও বলেন • গ্রাম গঞ্জে প্রতিটি স্কুলে মানবিক, ধর্ম শিক্ষা ছাড়াও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। অন্যথায় আমাদের পিছিয়ে থাকতে হবে।

ইউএসএস নীলফামারীর নির্বাহী পরিচালক আলাউদ্দিন আলীর সভাপতিত্বে সভায় বিএমএ'র সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মজিবুল হাসান চৌধুরী শাহিন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক মোশাররফ হোসেন শাহ, মোজাহার আলী, প্রাক্তন চেয়ারম্যান হেদায়েত আলী শাহ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

প্রসঙ্গত বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন'র •ভিতরের পৃষ্ঠায়

বিজ্ঞান মনস্ক না

বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন'র সহযোগীতায় উদয়াঙ্কুস সেবা সংস্থা (ইউএসএস) নীলফামারীর আট ইউনিয়নের ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প" শিরোনামে বিজ্ঞান শিক্ষার মানোন্নয়নে চলতি বছরের জানুয়ারী থেকে কাজ শুরু করেছে। প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিজ্ঞান ক্লাব গঠন, শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। ইউএসএস নীলফামারীর নির্বাহী পরিচালক আলাউদ্দিন আলী জানান, তিন বছরের এ প্রকল্পটি ২০১৪ সালে গিয়ে শেষ হবে। ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, সভাপতি ছাড়াও সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন প্রকল্প পরিচিতি সভায়।

রেজি নং-রাজঃ ৩৬ | ২৯ বর্ষ ঃ ৩৮ তম সংখ্যা | নীলফামারী | মঙ্গলবার ০১ জানুয়ারী ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ | ১৮ পৌষ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ | ০৪ পৃষ্ঠা | ২ টাকা

প্রকাশনার ২৯ বছর

সাপ্তাহিক

নীলফামারী বার্তা

WEEKLY NILPHAMARI BARTA

জেলার প্রথম পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা ঃ মরহুম ফজলুর রহমান

সরকারি বিজ্ঞাপণ তালিকাভূক্ত

nilphamari.barta@gmail.com

নীলফামারীতে দিনব্যাপী আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার ●

জেলা শহরের নতুন বাজার দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় জেলার উন্নয়ন সংগঠন উদয়াচুর সেবা সংস্থা দিনব্যাপী এই মেলার আয়োজন করে। বিজ্ঞান শিক্ষার উপর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নীলফামারী সদরের ২০টি স্কুল এই মেলায় অংশ নেয়। বিকেলে (২য় পাতায়)

বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নুর। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দেওয়ান কামাল আহমেদ, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক মমতাজুল হক, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রোকসানা বেগম, বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদুর রহমান সাজ্জাদ, অধ্যক্ষ সারওয়ার মানিক, নতুন বাজার দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন, পলাম বাড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উত্তম কুমার রায় এবং ইউএসএস'র নির্বাহী পরিচালক আলাউদ্দিন আলী প্রমুখ। মেলায় গবেষণামূলক তথ্য উপস্থাপনের জন্য ৩টি স্কুলকে পুরস্কৃত করা হয়। মেলায় অংশ নেয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষকরা বিজ্ঞানাগার না থাকায় এবং সরজামাদি না থাকায় বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে বরে মন্তব্য করেন। বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারে সরকার কে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর আহ্বান জানান তারা।

দৈনিক
স্বাধীনমত
ঢাকা, বৃহস্পতিবার ২৭ ডিসেম্বর ২০১২, ১৩ পৌষ ১৪১৯, ১৩ সফর ১৪৩৪, রেজিঃ নং-৫৭ (ডিএ- ৪০৮১), বর্ষ- ৬, সংখ্যা-২৪১, ৮ পৃষ্ঠা ২ টাকা

নীলফামারীতে আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত

নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীতে গতকাল আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকালে নতুন বাজার দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মেলার উদ্বোধন করেন পৌরমেয়র দেওয়ান কামাল আহমেদ। বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন-এর সহায়তায় উদয়াঙুর সেবা সংস্থা ইউএসএস এর প্রোমোটিং সায়েন্স প্রোজেক্ট আয়োজিত মেলায় ২০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। বিকেলে মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নীলফামারী-২ আসনের সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নূর। ইউএসএস এর নির্বাহী পরিচালক আলাউদ্দিন আলীর সভাপতিত্বে এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক এ্যাডভোকেট মমতাজুল হক, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রোকসানা বেগম ও ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী।

WEEKLY USHAR AKASH
সাপ্তাহিক
উষার আকাশ
মানবাধিকারের কথা বলে
পুর, সোমবার, ৩১ ডিসেম্বর ২০১২, ১৭ পৌষ ১৪১৯, ১৮ সফর ১৪৩৪, পৃ

নীলফামারীতে আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত

নীলফামারীতে আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলায় স্টল পরিদর্শন করছেন সাংসদ আসাদুজ্জামান নূর।

নীলফামারী প্রতিনিধি ঃ নীলফামারীতে একদিনব্যাপী আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার নতুন বাজার দ্বিমূখী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মেলার উদ্বোধন করেন পৌর মেয়র দেওয়ান কামাল আহমেদ।

বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন এর সহায়তায় উদয়ান্ধুর সেবা সংস্থা ইউএসএস এর প্রোমোটিং সাইন্স প্রোজেক্ট আয়োজিত এ মেলায় ২০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় অংশগ্রহন করেন। এদিন বিকেলে মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নীলফামারী-২ আসনের সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নূর। ইউএসএস এর নির্বাহী পরিচালক আলাউদ্দিন আলীর সভাপতিত্বে এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক এ্যাডভোকেট মমতাজুল হক, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রোকসানা বেগম ও ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি বিজয়ী স্কুলগুলোকে পুরস্কার তুলে দেন।

প্রতিবেদক

অনুমোদনকারী

(মোঃ আব্দুল কুদ্দুস সরকার)

প্রকল্প সমন্বয়কারী (পিএসই)

ইউএসএস, নীলফামারী

(আলাউদ্দিন আলী)

নির্বাহী পরিচালক

ইউএসএস, নীলফামারী